International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 85-91
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লবের ধারণা: এক সম্যক্ পাঠ

স্বরাজ বক্সী
শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, চাপড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Jayaprakash Narayan belief that for the reconstruction of socio-economic structure of Indian society, practice of self-discipline and the establishment of self- government in the country, which he often called a 'participating democracy' were essential, became more and more firm. The idea of 'total revolution' aims at bringing about a complete change in the present structure and system of the Indian society. It may be regarded as a considerable development of the philosophy of Sarvodaya. Jayaprakash was a great humanitarian, and his socialism, gradually developed into the philosophy of 'Total Revolution' is not only a system of social and economic reconstruction of the Indian society, but it is also a philosophy of moral and spiritual rebirth of the Indian people. It is based upon Gandhi's basic postulates and it envisages non-violent methods of changing society with non-violent techniques. Total Revolution is an all-enveloping process of change in the individual as well as in the society. The primary emphasis is on moral values, decentralisation of economic and political power and insistence on non-violent means to achieve good ends.

Keywords: Total Revolution, Marxian Philosophy, Gandhian Philosophy, Sarvodaya, Democratic Socialism.

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ।ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী জয়প্রকাশ নারায়ণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সততার আলোকে পরিপুর্ণ ছিল। এক চরম অহংকারহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন জয়প্রকাশ।সমগ্র জীবনব্যাপী মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তিনি, অথচ সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কোন পদ তিনি কখনও গ্রহণ করেননি। তাঁর বহুমুখী কর্মজীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সর্বাত্মক বিপ্লব' বা 'Total Revolution' -এর ধারণা ও কর্মসূচী। ভারতবর্ষেসমাজবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র জীবন জুড়ে তিনি চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল সামাজবাদ ও গণতন্ত্র পৃথকভাবে কোনটিই উপযুক্ত নয়, একত্রিত ভাবে উপযুক্ত রূপ লাভ করতে পারে এই সমাজবাদএবং গণতন্ত্রের ধারণা। সর্বাত্মক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের কর্মযজ্ঞ বিশ্লেষণের পূর্বে তাঁর কর্মজীবন আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ, বহমান কর্মজীবনের মধ্যে দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর জীবনদর্শনএবং এই জীবনদর্শনই সর্বাত্মক বিপ্লবের ধারণার পাথেয়।

১৯০২ সালে১১ই অক্টোবর বিহারের ছাপরা জেলার সিতাবদিয়ারা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। বাল্যকাল থেকেই চিন্তাশীল ও অদম্য কর্মশক্তি ছিল তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের অনুগামী যোদ্ধা হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে। তৎকালীন প্রথা অনুসারে খুব অল্প বয়সেই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।তাঁর স্ত্রীর পিতা ছিলেন তৎকালীন একজন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। সেই সুবাদে তাঁর আমন্ত্রণে গান্ধীজি বিহারেযান। আর এই সময় থেকেই জয়প্রকাশ গান্ধীজির সান্নিধ্যে আসেন। ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে জয়প্রকাশ নারায়নএফ. এ (First Arts) পড়াশোনা সাময়িকভাবে বন্ধ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আন্দোলন শেষ হওয়ার পর তিনি এফ. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার জন্য মনস্থ করেন। কিন্তু ইংরেজদের প্রতি প্রবল ঘৃণার কারণে তিনি তৎকালীন ভারতে ইংরেজ শাসিত কোন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হননি।তাছাড়া সেই সময় ভারতে বে-সরকারি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ছিল না।এই কারণেই তিনি আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতিশুরু করেন।

১৯২২ সালে১৬ ই মে তিনি আমেরিকা পাড়ি দেন উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। আরএই আমেরিকাতে এসেই তাঁর জীবন ও চিন্তাজগতে ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। প্রথমেই তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়ন শুরু করেন। কিন্তু প্রবল অর্থ সংকটের কারণে তাকে বিভিন্ন জায়গায় কাজের সন্ধান করতে হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় কর্মে যুক্ত থাকার কারণে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন করতে হয়।ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে একে একে তিনি শিকাগো, উইসকনসিন এবং ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার করেন। আমেরিকা থাকাকালীন সময়ে তিনি মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হন।আমেরিকার মাক্সবাদী বিশিষ্ট নেতা আব্রাহাম ল্যান্ডির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।এছাড়াও মানবেন্দ্রনাথ রায়, ইবসেন, গোর্কিপ্রমূখ মাক্সবাদী দার্শনিকদের রচনা তাঁকে প্রভাবিত করে। এই সময় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি সকল প্রকার শোষণের অবসান এবং সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যেই খুঁজে পানএবং তিনি ভারতের সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধান করেন এই মার্কসীয় দর্শনের মধ্যেই। এই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অর্থাভাব তাঁকে বিজ্ঞান অধ্যায়ন ইচ্ছা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে এবং তিনি সমাজবিদ্যা ও অর্থনীতি অধ্যায়নে আগ্রহী হন এবং সমাজতত্ত্বে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন।

আমেরিকা থেকে মার্কসীয় দর্শনআত্মস্থ করে১৯১৯ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে এসেই তিনি কমিউনিস্ট দলে যোগ না দিয়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।মার্কসীয় মতাদর্শের অনুগামী হয়েও তিনি কমিউনিস্ট দলে যোগদান করেননি।কমিউনিস্ট দলে যোগ না দেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি লেনিনের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, লেনিন বলেছিলেন পরাধীন দেশেকমিউনিস্ট দলকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করার কথা, কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট দল সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করেনি।আবার রাশিয়ার বিপ্লবের সাফল্যে আত্মহারা জয়প্রকাশ নারায়ণ শ্রদ্ধা রাখলেও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রভাবকে স্বীকার করতেন না। তাই কালমার্কস রচিত 'প্যারি কমিউন' -এর আদর্শ তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছিল।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন ভারতে সমাজবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।তখন তাঁর জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্ম এবং সমাজবাদী বিষয়ে অধ্যয়ন সমান ভাবে চলতে থাকে। ১৯৩৪ সালে কয়েকজন সমমতাবলম্বী কংগ্রেস নেতাকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করেন কংগ্রেস সমাজবাদী দল (Congress Socialist Party) এবং এই দল গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার জয়প্রকাশ নারায়ণকে ব্রিটেনের শত্রু হিসেবে দেখতে শুরু করে এবং আইন লঙ্ঘনকারী হিসেবে তিনি ব্রিটিশদের নজরে বিবেচিত হতে থাকেন। তবে কংগ্রেসের মধ্যে পৃথক সমাজবাদী দল গঠন করা সত্ত্বেও গান্ধীজির কাছে বরাবরই তিনি প্রিয় পাত্র ছিলেন। এই সময়কালে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদী চিন্তাভাবনা প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এবং কংগ্রেসের অনেক নেতাকে এই ভাবধারায় প্রভাবিত করতে সক্ষম হন।১৯৩৫ সালে তাঁর 'Why Socialism' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫সালের পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জয়প্রকাশ নারায়নের চিন্তাজগতে এক আমূল পরিবর্তনের সঞ্চার হয়। এই সময়কালে মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তিনি মার্কসবাদের কিছু সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। কারণ, সমাজবাদ ভারতবর্ষের উন্নয়নের একমাত্র পথ হলেও, সমাজবাদ আনয়নেররক্তক্ষয়ী পথকে তিনি অনুমোদন দিতে পারেননি। এর কারণ হিসেবে তিনি ভারতীয় সভ্যতা - সংস্কৃতি, ভারতীয় সমাজ ভাবনা, সর্বোপরি গান্ধীজির 'অহিংস নীতি' ও 'সত্যাগ্রহ নীতি' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন।তাঁর দৃষ্টিতে রাশিয়ায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিংসাত্মক ও নীতিহীনতার পথ ধরে। এই উপায়ে অর্জিত সমাজবাদ ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। উদ্দেশ্যও উপায়ের মধ্যেসামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। 'মহৎ উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য উপায়টিও মহৎ হওয়া আবশ্যক।' অর্থাৎ গান্ধীজির ভালো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভালো উপায় গ্রহণ করার নীতি জয়প্রকাশ নারায়ণের চিন্তাজগতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই ভারতবর্ষব্যাপী সমাজবাদ

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে গান্ধীজি প্রদর্শিত অহিংস গণআন্দোলনের পথকে গ্রহণ করেছিলেন।

এমন সময় ১৯৪৮ সালে গান্ধীজির অকাল মহাপ্রয়াণ ঘটলে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের নীতি ও মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে গান্ধীজির কাছের মানুষ হিসেবে যারা পরিচিত ছিলেন তারা ও গান্ধীজির সমালোচনায় মুখর হলেন। অথচ একসময় গান্ধী দর্শন নিয়েযাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ছিল সেই জয়প্রকাশ নারায়ণ ধীরে ধীরে নিজেকে গান্ধী ধারায় নিষিক্ত করলেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে তিনি পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার রাজনৈতিকও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির গভীর বিশ্লেষণ করেন।যার ফল হল ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত "A Reconstruction of Indian Polity" নামক গ্রন্থটি।ভারতীয় রাজনীতির পুনর্গঠন সম্পর্কে এই গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর তিনি আস্থারাখতে পারেননি। "গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করতে হলে একে গ্রাম্যস্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে বলে তিনি যুক্তি দেখানএবং তিনি বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তনই ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র আনতে সক্ষম। কেবল এই বলে জয়প্রকাশ নিশ্চুপ থাকলেন না।পঞ্চায়েত গঠিত হবে দলহীনভাবে।ভারতীয় রাজনীতি বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে দলপ্রথা দেশের সাধারণ মানুষের মনে নীতিহীনতার পাহাড় তৈরি করেছে। মানুষের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শ জাগিয়ে তুলতে ও তাদের মনে এগুলির প্রতিষ্ঠা করতে হলে দলপ্রথার বিলোপসাধন একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি বলেন গণতন্ত্রের পক্ষে জোর ওকালতি করেন।"[১]

পরবর্তীকালে১৯৭৫ সালে জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সময় অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে জয়প্রকাশ নারায়ণের কারাবাস হয় এবং শারীরিক দিক থেকেও তিনি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, অথচ মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন সক্রিয় ও সক্ষম। কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত ও ক্ষমতালিপ্সু ভারতীয় দল ব্যবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থার অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে দলহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'সর্বাত্মক বিপ্লব'বা 'Total Revolution' -এর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কারাবাস কালে তাঁর লিখিত রোজনামচা যা পরবর্তীকালে 'Prison Diary' নামে প্রকাশিত হয়। সেখানে বিপ্লবের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। Prison Diary তে তিনি এক জায়গায় বলেছেন: "সংগ্রাম ও আন্দোলন হল সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য। অর্থাৎ সমাজজীবনেরসকল ক্ষেত্রে এবং সমস্ত সংগঠনেই বিপ্লব। বিপ্লব শান্তিপূর্ণ হওয়ায় এর আবির্ভাব হঠাৎ ও গতি দ্রুত নয়। বিপ্লবহতে সময় লাগবে। কিন্তু সময় বৈপ্লবিক বলে খুব বেশি সময় প্রয়োজন হবে না। ব্যবস্থাগত মৌলিক পরিবর্তনগুলি আগে আসবে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পরে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য বিধান করে নেবে। সাযুজ্য বিধান প্রধানত আসবে মনোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে।"[২] সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য তিনি বিহার থেকে আন্দোলন সংগঠনের ডাক দিয়েছিলেন।

সমসাময়িক সমাজের প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সমালোচনামূলক।বিদ্যমান ভারতীয় সমাজে শোষণ - পীড়ন, অন্যায়- অবিচার, মূল্যবোধের অবনমন,লাগামছাড়া দুর্নীতি প্রভৃতি জয়প্রকাশ নারায়নকে ভীষণ ব্যথিত করেছিল।তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের নির্ধারক শক্তি হিসেবে আরও অনেকগুলি বিষয়ে কাজ করেছিল।"এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: অতিমাত্রায় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, আমলাতান্ত্রিকতা, রাজনীতিক ভ্রষ্টাচার, সরকারী ও সামাজিক ক্ষেত্রে নৈতিকতার অবমূল্যায়ন, লাগামছাড়া দুর্নীতি, গ্রাম-শহরের ব্যবধান, যন্ত্রসভ্যতার ত্রুটি-বিচ্যুতি, জনসাধারণের সীমাহীন সমস্যাদি প্রভৃতি। সমকালীন এই সমস্ত সমস্যার অনুসন্ধানে জয়প্রকাশ নারায়নআত্মনিয়োগ করেন। জনশিক্ষার সংগঠন এবং সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক কর্মসূচীকে নব উদ্যমে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনি সামগ্রিকভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগ-আয়োজনেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের ধারণায়।"[৩] সর্বাত্মক বিপ্লবের এই ধারণাকে প্রধানত দুটি দিক থেকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বিপ্লবের প্রথম দিকটি হলব্যবস্থাগত আমূল পরিবর্তন।অর্থাৎ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের পরিবর্তন। আর এই ব্যবস্থাগত পরিবর্তনের হাত ধরেই আসবে দ্বিতীয় পরিবর্তন অর্থাৎ, সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই আসবে প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের যুগ।সর্বাত্মক বিপ্লব বিষয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের এই চিন্তাধারার পিছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল গান্ধীজি, বিনোবা ভাবে, মানবেন্দ্রনাথ রায়, লেনিন প্রমূখ মনীষীদের মতাদর্শ। বিশেষ করে গান্ধীজির আদর্শের অভিব্যক্তি ঘটেছে জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লবের মূল চিন্তাধারায়।গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজ ও গ্রাম পুনর্গঠনের ধারণার দ্বারাই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তিনি। সর্বাত্মক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শোষনহীন গ্রামীণ সমাজ, গ্রাম পুনর্গঠনের পরিকল্পনা, দল হীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক মৌলিক উদ্দেশ্যে তিনি ধাবিত হন।

জড়তা, অনীহা, অসচেতনতা প্রভৃতি ভারতীয় সমাজকে ক্রমশ পঙ্গু করে তুলেছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সুনাগরিক করে গড়ে তোলা। তাই ভারতীয় সমাজে নিহিত পশ্চাৎপদতার বীজ উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি।এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যুবকদের তথা ছাত্রদের উৎসাহ উদ্দিপনাকে কাজে লাগিয়েএই প্রতিবন্ধকতা দূর করে নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণায় চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্সেরবিপ্লব সমূহ উক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন করলেও সামাজিক মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি।স্বাভাবিকভাবেইজয়প্রকাশ নারায়ণের মতে এই বিপ্লব গুলি সম্পূর্ণ বিপ্লব নয়। সুতরাং সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক বিপ্লবের, যা মৌলিক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে সমাজকে সুস্থ, সুন্দর, সুষম, সুসংহত ও গতিশীল করে তোলে।

জয়প্রকাশ নারায়ণের ধারণা অনুসারে সাত প্রকার বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। তাঁর 'From Behind the Bars in Independent India' নামক গ্রন্থে এই সাত প্রকার বিপ্লবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাত ধরনের বিপ্লব হল: সামাজিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, নৈতিক - আধ্যাত্মিক বিপ্লব, বৌদ্ধিক বিপ্লব এবং শিক্ষাগত বিপ্লব।এই সাত প্রকার বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই কাঙ্খিত সামাজিক সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পুনর্গঠনের কথা বলেছেন জয়প্রকাশ নারায়ন। গান্ধীজীর সর্বোদয় ধারণার বিভিন্ন নীতিসমূহ যথা সাম্য, সততা, সহিষ্ণুতা, অহিংসা প্রভৃতির হাত ধরে সমাজ বিপ্লবের কাজ এগিয়ে চলবে। সর্বাত্মক বিপ্লবের অন্যতম হল এই সামাজিক বিপ্লব। সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য গুলি হল:

- "শতাব্দীকাল ধরে চলে আসাসামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার গুলি ভারতীয় সমাজে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে এবং এগুলি যে কেবল প্রগতিবিরোধী তা নয়, ব্যক্তিমর্যাদার পরিপন্থী।এরা দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বচ্ছ করে তুলেছে। তাই জয়প্রকাশ সর্বাত্মক বিপ্লবে এগুলির খোলনলচেসহ অপসারণ করতে চেয়েছিলেন।
- জাতপাতের শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলার জন্য জয়প্রকাশ বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের কথা বলেছেন।
- জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেবে না।
- জাতিগত প্রথা মানতে অস্বীকৃতি জানালে কাউকে অপরাধী বলে ঘোষণা করা অথবা বিদ্রুপ বর্ষণ করা যাবে না।
- জাতপাতের বন্ধন যত তাড়াতাড়ি শিথিল করে তোলা যায় তার জন্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।
- সারা ভারতে একটি মাত্র জাতি আছে এবং তা হল মানবজাতি।এই বোধ জাগিয়ে তোলা বিপ্লবের কাজ।"[৪]

অর্থনৈতিক বিপ্লবকে জয়প্রকাশ নারায়ণ বিপ্লবের প্রথম সারিতে রেখেছিলেন। কারণ, অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে হলে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজন।এই বিষয়ে তাঁর সুপারিশগুলি ছিল নিম্নরূপ:

- "অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিদ্যমান তার অবসান ঘটানো।
- পূর্ণ নিয়োগ বা ফুল এম্প্লয়মেন্ট সুনিশ্চিত করা।
- প্রয়োজনভিত্তিকমজুরি নির্ধারণ ও জিনিসপত্রের মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা।
- শিল্পে স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা।
- সর্বনিম্নস্তর পর্যন্তপরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করা। এখানে তিনি পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন।
- কৃষিজাত ও শিল্পজাতদ্রব্যের মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা।
- গ্রাম ভিত্তিক শিল্পের উন্নতির প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া। এর জন্য গ্রামীণ শিল্পায়নের ব্যবস্থা কে উৎসাহিত করতে হবে। কারণ গ্রামভিত্তিক শিল্পবিকাশপ্রাপ্ত হলেবেকারসমস্যা দূর হবেএবং স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত সম্পদ পাওয়া যায় সেগুলির সদ্ব্যবহার করা যাবে।
- গ্রামগুলিকে শহরের শোষণ থেকে মুক্ত না করলে চলবে না। জয়প্রকাশ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির কৃষিক্ষেত্রে সামূহিকীকরণের বিরোধিতা করেছেন। জমির মালিকানা গ্রামগুলির হাতে তুলে দেওয়া জরুরি।
- ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন গ্রামীণ ও কুটিরশিল্প করবে।

- ভারত কৃষিপ্রধান দেশ।সর্বাত্মক বিপ্লব কৃষির উন্নতির প্রতি নজর দেবে।
- পুঁজি প্রস্তুতের নিমিত্ত সঞ্চয় গড়ে তোলাও বিপ্লবের কাজ। কারণ পর্যাপ্ত পুঁজি ব্যতিরেকে শিল্পায়ন সম্ভব নয়।
- বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সামাজিক মালিকানা সোশ্যাল ওনারশিপ নীতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।
- পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থার চেয়েপাবলিক কর্পোরেশন ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ বিপ্লবোত্তর সমাজ নেবে। কারণ এই ধরনের শিল্প সংস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ সহজেই সুনিশ্চিত করা সম্ভব।"[৫]

রাজনৈতিক বিপ্লবের অপরিহার্য স্থান রয়েছে জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লবের ধারণায়। এই রাজনৈতিক বিপ্লবের হাত ধরেই গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। তৃণমূল স্তর থেকে গঠিত গণতন্ত্রই হবে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ এবং ক্ষমতারপ্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ এখান থেকেই শুরু হবে। তিনি বলেছেন:

- "নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি বা সংস্থা করবেনা, করবে স্থানীয় গণকমিটি।
- নির্বাচন ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্যলিস্ট ব্যবস্থা (list system) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থা (majority system) প্রবর্তনের কথা বলেছেন।
- দলত্যাগ ভারতের রাজনীতিকে ভয়ংকরভাবে কলুষিত করেছে। সুতরাং দলত্যাগ রোধ বা বন্ধ করতে হলে সর্বাত্মক আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে যাদের মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থাকবে।
- জনপ্রতিনিধিরা দু'বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না।
- সংসদ, বিধানসভা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরকে বিশেষ করে উচ্চ পদাধিকারীগণকে নির্দিষ্ট সময়ান্তর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাখিল করতে হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে সরকার জনমত যাচাই করে নেবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত যথেষ্ট নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কেবল সংখ্যাতত্ত্বের ধোঁকাবাজি। জনমতের স্থান এখানে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। সমস্যার সমাধানও সুদূরপরাহত।
- প্রশাসনিক ও রাজনীতিক বিপ্লবের এক জায়গায় জে. পি. একটি অত্যন্ত "বিপজ্জনক' কথা বলেছিলেন।সরকারের যে সমস্ত নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বেআইনি ও নির্দোষ জনগণকে হত্যা করার জন্য জারি করা হয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ সেই নির্দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করবে।'[৬]

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন আর্থ - রাজনৈতিক বিপ্লবকে সংগঠিত করার জন্য।মানুষের আত্মজাগরণের স্বার্থে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্ব অপরিসীম। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য তিনি কর্তব্য সাধন এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মানুষের চাহিদা সাধারণত দুই প্রকার বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক। বস্তুগত চাহিদা মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে পরিগণিত হয়। এই চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও অত্যন্ত প্রয়োজন বলে জয়প্রকাশ নারায়ণ মনে করতেন।তাই মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজনপূরণের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও সততার পথে অর্থ উপার্জন, লোভ এবং বিলাসিতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে এই উদ্দেশ্যে নৈতিক আদর্শ সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।সকলের মতে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তনের জন্য বৌদ্ধিক বিপ্লবের প্রয়োজন রয়েছে। এই বৌদ্ধিক বিকাশের হাত ধরেই সত্য ও অহিংসার আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব। অধ্যাপকড: বিশ্বনাথ ভার্মা বলেছেন: "The aesthetic and ethical values of culture should be imbibed also by the people .... some perspective moral ideals and standards may be deemed to be almost absolute and universally applicable to promote good life in the world."[7]

জয়প্রকাশ নারায়ণ শিক্ষাগত বিপ্লবের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তর থেকে গড়ে তোলার কথা বলেছেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং জীবনমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন।ভারতীয় প্রেক্ষাপটেই এই শিক্ষাদানের কথা তিনি বলেছেন। তাঁর মতানুসারে শিক্ষা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও অবলম্বন সৃষ্টি করবে। জীবন উপযোগী বা হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেহবে। উচ্চ - শিক্ষা

ব্যবস্থায় স্বজনপোষণএবং দুর্নীতিতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত দক্ষতা ও যোগ্যতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। যার ফলস্বরুপ শিক্ষা ও গবেষণার মান ক্রমশ নিম্নমুখী। এইজন্যই উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সমস্ত প্রকার পক্ষপাতিত্ব সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।

ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব এবং চীনের বিপ্লবজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং অনুধাবন করেছিলেন। এই বিপ্লব সমূহ থেকে তিনি অনুধাবন করেন যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিকতা বোধপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করতে সম্ভব হয়নি।বিপ্লবের সময় সমাজের প্রায় সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকলেও বিপ্লব পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন এর হাতে কুক্ষিগত হয়। এই প্রবণতা মানুষকে বিপ্লব থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। বিপ্লব সম্পর্কে ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণভারতীয় পরিস্থিতিতে নতুন বিপ্লবের স্লোগান তুলেছিলেন।

সুস্থ, সুসংহত, সুষম ও শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার লক্ষ্যেজয়প্রকাশ নারায়ণ শোষণ দুর্নীতি থেকে সংস্কার সাধনের জন্য সর্বাত্তক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি ভারতবর্ষকে সার্বিক অক্ষয়ের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করে সমাজবাদী সাম্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র-যুবকদের হাত ধরে সর্বাত্মক বিপ্লব সংগঠিত করার ডাক দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধারাবাহিকভাবে তিনি এই বিপ্লব সংগঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই মূল্যবোধ ভিত্তিক সর্বাত্মক বিপ্লবের হাত ধরেইএক সুষম শান্তিপূর্ণ ভারতীয় সমাজ গড়ার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। গান্ধীজীর সর্বোদয়ের আদর্শের ভিত্তিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ সকল ভারতবাসীর সম্যক উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। O. P. Gauba তাঁর "Indian Political Thought" গ্রন্থে বলেছেন: "JP sought to develop the idea of true socialism by combining it with Mahatma Gandhi's idea of Sarvodaya. Sarvodaya implies uplift of all, that is the welfare of everyone although it is especially inclined toward amelioration of the condition of the underprivileged. When a policy caters to everybody's good, it leaves no scope for the clash of interest between different sections. Hence there is no place for the Marxian idea of class conflict in JP's model of socialism. On the contrary, it is intended to promote the Gandhian of class cooperation."[8]

গান্ধীজির মতাদর্শ এবং মার্কসীয় দর্শনকে পাথেয় করে জয়প্রকাশ নারায়ণ রূপ দিয়েছিলেন সর্বাত্মক বিপ্লবের। এই মতাদর্শগত প্রেক্ষাপটে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন ভারত ও ভারতবাসীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণে।সর্বাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের সুন্দর, সুস্থ্য, সুসংহত সমাজ উপহার দেওয়ার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবি রাখে।ভারতীয় সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মচেতনা সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লবের হাত ধরে মূল্যবোধের সর্বাত্মক পরিবর্তন সাধন করতে এবং ভারতীয় সমাজ জীবনকে শান্তিপূর্ণ ও যথাযথ মানবিক সমাজের মহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, প্রাণগোবিন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন, পৃ. ২৬০।
২. তদেব, পৃ. ২৬১।
৩. মহাপাত্র, অনাদিকুমারএবং বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শ, পৃ. ৩৬১।
৪. দাশ, প্রাণগোবিন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন, পৃ. ২৬২-২৬৩।
৫. তদেব, পৃ. ২৬৩।
৬. তদেব, পৃ. ২৬৩-২৬৪।
৭. মহাপাত্র, অনাদিকুমার এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শ, পৃ. ৩৬৫।
8 . Gauba, O. P, Indian Political Thought, p. 126

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

- মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার (সম্পা.), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, চৌধুরী, অসীমকুমার, জয়প্রকাশ নারায়ণ, পৃ. ৪৬৯ - ৪৯৬, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা - ৭০০ ০১৩, অক্টোবর, ২০১৩ সি

- চক্রবর্তী, রাধারমণ (সম্পা.), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, চক্রবর্তী, অধ্যাপক রাধারমণ, জয়প্রকাশ নারায়ণ : রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও সমাজ - বিপ্লব, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, জানুয়ারি, ২০০৯।
- দাশ, প্রাণগোবিন্দ, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯, মে, ২০০৮।
- মহাপাত্র, অনাদিকুমার এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শ, সুহৃদ পাবলিকেশন, ২৮/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২, নভেম্বর ১৯৯৮।
- সরকার, কল্যাণ কুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস ১, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, ১০১বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯, নভেম্বর, ২০০১।
- Chakrabarty, Bidyut and Pandey, Rajendra Kumar, Madern Indian Political Thought: Text and Context, SAGE Publications India Pvt. Ltd., B1/I-1, Mohan Cooperative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi - 110 044, India, 2009.
- Das, Sandip (Ed.), Jayprakash Narayan: A Centenary Volume, Mittal Publications, 4594/9, Daryagani, New Delhi - 110 002, 2005.
- Gauba, O. P, Indian Political Thought, Mayur Books, 4226/1, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi - 110 002, 2015.
- Jayapalan, N, Indian Political Thinkers: Modern Indian Political Thought, Atlantic Publications and Distributors, B -2, Vishal Enclave, New Delhi - 110 027, 2003.
- Padhy, K. S, Indian Political Thought, PHI Learning Private Limited, New Delhi - 110 001, 2011.
- Roy, Himanshu and Singh, Mahendra Prasad Singh (Ed.), Indian Political Thought : Themes and Thinkers, Singh, Mahendra Prasad and Roy, Himanshu, Jayprakash Narayan: Marxism, Democratic Socialism and Gandhism, Pearson India Education Services Pvt. Ltd, World Trade Tower, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India, 2017.
- Sharma, Urmila and Sharma, S. K, Indian Political Thought, Atlantic Publications and Distributors, B -2, Vishal Enclave, New Delhi - 110 027, 1996.